প্রভু-চরিত্র।

শ্রীমতী ইন্দুরেখা দেবী প্রণীত

প্রথম সংস্করণ



সন ১৩৩৭, বৈশাখ।

মূল্য ১৲

প্রকাশক—
শ্রীপ্রভাস চন্দ্র গুপ্ত।
১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।
বাণী প্রেস।
৩৩এ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা।



স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ।

উৎসর্গ।

প্রেম ভক্তি সরলতা পরিপূর্ণ জ্ঞান কথা
ধ্রুবের চরিতামৃত করিনু কীর্ত্তন।
শ্রীগুরুচরণে ভিক্ষা, দাও প্রেম-ভক্তি শিক্ষা
ধ্রুব-জ্যোতিঃ হেরি যেন মুদিলে নয়ন।
পরামাত্মায় লয় পেয়ে, প্রেমেতে বিহ্বল হ'য়ে
যুগলচরণ প্রভু করি দরশন।
গাহি তব গুণ গান পূর্ণ হো'ক মনস্কাম
শ্রীগুরুচরণে ইহা করিনু অর্পণ।

ভূমিকা।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় ধ্রুবচরিত্র পুস্তিকাখানি প্রকাশিত হইল।

এই পুস্তকবিক্রয়লব্ধ অর্থ আমার চিরআরাধ্য, ইহ-পরকালের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, অহৈতুক কৃপাসিন্ধু গুরুদেব শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরির সেবায় অর্পণ করিলাম।

বর্ণাশুদ্ধি বা মুদ্রাপ্রমাদজনিত কোনওরূপ ভ্রম দৃষ্ট হইলে পাঠক পাঠিকা কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় ঔদার্য্যগুণে ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন। পুস্তকের শেষভাগে একখানি শুদ্ধিপত্রও সন্নিবেশিত করিলাম। ইতি—

গ্রন্থকর্ত্রী।

সরস্বতীর বন্দনা।

মা শুভ্রবসনা, শ্বেতপদ্মাসনা,
অয়ি! স্নিগ্ধোজ্জ্বলবরণী।
কুবৃত্তিনাশিনী সুবৃত্তিদায়িনী,
বাগ্দেবী মাতঃ বীণাপাণি।
বিশুদ্ধ উপরে থাক মা শরীরে
বেদমাতা জ্ঞানদায়িনী।
নমঃ শ্বেতাঙ্গিনী গায়ত্রী জননী
কণ্ঠে বো'স কণ্ঠশোভিনী॥

শ্রীগণেশায় নমঃ।

ধ্রুবচরিত্র।



ধ্রুবচরিত্র।

১

"পঞ্চম বর্ষীয় শিশু একা এ বিজনে,
কিবা প্রয়োজন তরে আসিয়াছ বনে ?
সুন্দর মূরতি হেরি,
রাজপুত্র মনে করি ;
জিজ্ঞাসি তোমারে, বাছা, কিসের লাগিয়া
ঘুরিতেছ ছিন্ন বস্ত্রে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ?

২

"পিতা মাতা কেহ তব নাহি কি ভুবনে ?
একাকী এসেছ বাছা নিবিড় কাননে ?
হিংস্র বনের পশু,
ঘুরিতেছে হেরি শিশু,
কে রক্ষিবে এ গহনে, না ভাব তা মনে ?
নির্ভয়-হৃদয়ে বসি কাঁদ ক্ষুন্নমনে।

৩

"কাহার তনয় তুমি কিবা নাম হয় ?
বদন নিরখি তব অতি দুঃখময় !
অবোধ শিশুর সনে,
প্রবেশ করিয়া বনে,
লুকাচুরি খেলা করি ছিলে কি লুকিয়ে ?
পথহারা হয়ে তাই কাঁদিছ বসিয়ে ?"

৪

"কে তুমি মা ! নিরাশ্রয়ে আশ্রয়-দায়িনী,
অবোধ সন্তান আমি কিছুই না জানি।
বলেছিলা মাতা মোরে,
"ডাক সে জগদীশ্বরে,

সর্ব্বদুঃখ-হারী তিনি, তাঁহারি কৃপায়
অপার সুখের রাজ্য পাইবে ধরায়”।

৫

রাজা সে উত্তানপাদ হন মোর পিতা,
সুনীতি সুরুচি নামে দুইজন মাতা,
ধ্রুব মোর নাম হয়,
হই সুনীতি-তনয়,
দুঃখিনী জননী মোর অরণ্যবাসিনী,
সতত নিরখি তাঁরে নিতান্ত দুঃখিনী।

৬

ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে খেতে যদি চাই,
কাঁদিয়া কহেন মাতা, হায়! কিছু নাই।
বৃক্ষ হতে পাড়ি ফল,
নদীর পবিত্র জল,
লইয়া, কাঁদিয়া তিনি কহেন কাতরে
“রাজপুত্র হ'য়ে সুখ না পেলি অন্তরে”।

৭

খেলিতাম সখা সাথে বিবস্ত্র হইয়া,
ঘৃণা করেছিল তারা মোরে নিরখিয়া;

আসিয়া মায়ের পাশে,
কাঁদিয়া কহিনু শেষে,
কাঁদিলেন মা আমার কতই কাতরে,—
অঞ্চল ছিঁড়িয়া এই বস্ত্র দেন মোরে।

৮

ছিন্নবস্ত্র হেরি সবে করে পরিহাস—
"রাজার তনয়! ছি ছি, একি চীর বাস!"
হেরি মোরে দুঃখময়,
প্রিয় সখা জন ছয়,
ছাড়াইতে চিরতরে দীন আভরণ,
মোরে ধরি ল'য়ে যায় রাজার সদন।

৯

উপনীত হ'য়ে নিজ পিতার সদনে,
উঠিতে মানস হ'ল রাজ সিংহাসনে।
আসি অতি ক্রোধভরে
বিমাতা কহিলা মোরে,
'রাজসিংহাসন তব নহে যোগ্য স্থান,
মোর পুত্র তরে ইহা হয়েছে নির্ম্মাণ।

১০

সুনীতির গর্ভে যবে লয়েছ জনম
হেন উচ্চ আশা কভু না হবে পূরণ।
অভাগীর পুত্র যবে
সেই মত রহ তবে ;
ভাগ্যগুণে মোর গর্ভে লইলে জনম,
পাইতে এ উচ্চপদ রাজসিংহাসন।'

১১

বিমাতা কহিলা কত কঠিন বচন
তবু নাহি তাঁরে পিতা করেন বারণ।
"আয়, ধ্রুব, নেমে ভাই
হেথা থেকে কাজ নাই,
অভাগীর পুত্র যদি চল্ তাঁর ক্রোড়ে,
রাজপুরী হ'তে ভাল ছোট সেই কুঁড়ে।"

১২

এতেক কহিল যদা সমব্যথিগণ,
থাকিতে তথায় আর তিলেক তখন,
হইয়া অক্ষম আমি,
রাজ্যাসন হতে নামি

চলে এনু ধীরপদে শির নত করি,
ক্ষোভে ম্রিয়মান পিতার আচরণ স্মরি।

১৩

ব্যথিত অন্তরে ফিরি আপন কুটীরে
কহিনু সকল কথা মোর জননীরে।
শুনি সে সকল কথা,
হৃদে পেয়ে বড় ব্যথা,
মাতা মোরে লয়ে বুকে চুমে শত শত
কপোল বহিয়া অশ্রু ঝরে অবিরত।

১৪

ক্ষণ পরে অভাগিনী কহিলা বচন,
দেখা দাও মোরে প্রভু কমল লোচন"।
এই ব'লে জোড় করে
ডাক "তাঁরে" সকাতরে,
করুণা-নিধান তিনি দয়ালু হৃদয়
ভকতবৎসল স্থান দিবেন তোমায়।

১৫

তামসী নিশিতে মাতা ঘুমে অচেতন,
পলায়ে এসেছে চুপে প্রণমি চরণ ;

মার বাক্য ঠিক জানি,
নমিয়া সে জন্মভূমি,
এসেছে ডাকিতে "তাঁরে" নির্জ্জন কাতারে,
এখন বসিয়া ভাবে ডাকি কি প্রকারে ?

১৬

'দেখ বাছা উচ্চ গিরি উহার উপরে,
অবিশ্রান্ত ডে'কো তাঁরে ব্যাকুল অন্তরে ;
যোড় হাতে স্তব করি,
ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি,
নামামৃত সুধাপানে হইবে মগন,
তুচ্ছ এই রাজ্য সুখ চা'বেনা তখন।

১৭

নির্ভয়ে উঠরে বাছা গিরি শৃঙ্গ পরে,
জগৎপতির দাসী রক্ষিবে তোমারে ;
হেরিছ যে অগণন,
বন্যপশু সর্ব্বক্ষণ,
কুমতি কুবৃত্তি গণে না দিবে স্পর্শিতে,
হৃদাকাশে "রাধাকৃষ্ণ" পাইবে দেখিতে।

নারদের গোলোকে গমন।

লক্ষ্মীসহ লক্ষ্মীপতি
বসিয়া গোলোকে,
জগতের লীলা কথা
কহেন পুলকে।
দেবর্ষি নারদ ক'ন
আসিয়া ত্বরায়,
"এই মালা রাখ প্রভু
ফেলে দিই পায়।
কঠিন হৃদয় তব,
জানিয়া কেমনে,
অহোরাত্র জপি নাম
রাখি সযতনে?
দুগ্ধপোষ্য শিশু ওই
থাকি অনাহারে,
প্রখর রৌদ্রের তাপে
কাতর অন্তরে;

সমভাবে সহে সদা
গ্রীষ্ম বর্ষা শীত,
তথাপি তাহারে ব্যথা
দাও অনুচিত।
নানা ছলে কত কষ্ট
কিসের লাগিয়া,
সতত দিতেছ নাথ
পাষাণ হইয়া ?
দয়াময় ব'লে প্রভু
ডাকিব না আর,
পাষাণ হৃদয় তব
বুঝেছি এবার।”
হাঁসিয়া কহেন হরি
“কেন দূষ মোরে ?
গুরুরূপে দীক্ষা তুমি
দিয়াছ কি ওরে ?
ওই দেখ উচ্চ স্থান
করেছি সৃজন,
ভক্তাধীন হ'য়ে আমি
করেছি স্থাপন।

রেখেছি উহার নাম
শ্রেষ্ঠ ধ্রুবলোক।
তপস্যার বলে উহা
হেরি নরলোক,
মুক্ত হ'য়ে চ'লে যাবে
সে বৈকুণ্ঠ-ধাম।
সযতনে এবে তবে
জপ হরিনাম॥"

নারদের দীক্ষাদান।

"নয়ন মেলিয়া ধ্রুব চাহ একবার,
দীক্ষার সময় তব হয়েছে এবার।"
মিষ্ট স্বরে চক্ষু মেলি,
"কমল-লোচন" বলি,
সম্বোধিয়া কহে শেষে, "একি দেখি হায়!
হৃদাকাশে যাহা হেরি ইহা তাহা নয়"।

"নারদ আমার নাম দেব ঋষি আমি,
ঘুরিয়া বেড়াই সদা ত্রিজগৎ ভূমি।

উপদেশ দিতে তোরে,
অনুমতি দিলা মোরে,
কমল-লোচন তব হৃদয়ের স্বামী,
এই ইষ্টমন্ত্র বলে পাবে দেখা তুমি।’

কাণে কাণে মন্ত্র দিয়া কহিলা গোপনে,
“স্থির চিত্তে লক্ষ্য রাখি জপ মনে মনে।
ভুবন মোহন রূপে,
দেখা দিবে চুপে চুপে,
জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশিত হবে,
হিরণ্ময় মূর্ত্তি এক তাহে নিরখিবে।

“গুরুরূপে শিক্ষা তিনি দিবেন অন্তরে,
বাহ্যজ্ঞান শূন্য হ’য়ে হেরিবে তাঁহারে।
সাধনার বিধি মতে,
থাকি সদা শুদ্ধ চিতে,
ফল তৃণ পত্র জল অনিল সেবন,
তিন দিন পরে পরে করিবে ভক্ষণ।

“যমুনাসলিলে স্নান করি সমাপন,
শুদ্ধচিত্তে কর এবে আসন গ্রহণ।

কোকনদ-পদ হেরে,
স্মরণ করিবে মোরে,
বীণাবিনিন্দিত স্বরে করিবে কীর্ত্তন ;
তুষ্ট তাহে হন অতি রাধিকারমণ।

"এই মধুবন হয় প্রিয় স্থান তাঁর,
সতত রাধিকাসনে করেন বিহার।
এই স্থানে থাকি তুমি,
ভজহ হৃদয়স্বামী,
পূর্ণ হবে মনস্কাম, হে বৎস ! তোমার
তুচ্ছ ভাবিও না কভু মম কথা সার।

"দেব অংশে জন্ম তব রাজার নন্দন,
তথাপি তোমার দুঃখ হেরি অকারণ।
মনেতে ক'রোনা দুঃখ,
পাইবে অপার সুখ,
যাঁহার চরণে তুমি লয়েছ শরণ,
সর্ব্বদুঃখহারী তিনি বিপদভঞ্জন।

কহিলেন দেব ঋষি, "যাই নিজ স্থান,"
সাষ্টাঙ্গে করিলা ধ্রুব তাঁহাকে প্রণাম।

স্নান করি একাসনে,
বসিলেন মধুবনে,
আর্ত্তভক্ত হ'য়ে ধ্রুব করেন সাধন,
ত্রিরাত্র পরেতে ফল করিয়া ভক্ষণ।

দ্বিতীয় মাসেতে ধ্রুব ছয় দিন পরে,
তৃণপত্র খান তিনি শীর্ণ কলেবরে।
প্রভুর অর্চ্চনা করি,
থাকি দিবা বিভাবরী,
ভাবিতেন মনে মনে শ্রীগুরুচরণ,
স্বধর্ম্মে থাকিয়া আমি করিব সাধন।

তৃতীয় মাসেতে ধ্রুব করেন সাধন,
নয় দিন পরে জল করিয়া ভক্ষণ।
ইষ্টদেবে হৃদে রাখি,
সমাধি যোগেতে থাকি,
করিতেন আরাধনা সুমধুর স্বরে,
বেদবাক্যে তুষ্ট করি রাখিতেন তাঁরে ;

চতুর্থ মাসেতে ধ্রুব করেন সাধন,
দ্বাদশ দিবসে বায়ু করিয়া ভক্ষণ,

জয় করি পঞ্চেন্দ্রিয়ে,
আপনাতে লীন হয়ে,
জ্যোতির প্রভায় "তাঁর" মুগ্ধ হয় মন,
ইষ্টদেবে উপাসনা করেন তখন।

পঞ্চম মাসের কিবা কঠিন সাধন,
দাঁড়াইয়া এক পদে রহেন তখন।
অঙ্গুষ্ঠ-পীড়ন ভারে,
ধরণী হেলিয়া পড়ে,
নিশ্বাস প্রশ্বাস কিবা বহে সুগভীর,
উনপঞ্চাশৎ বায়ু হ'য়ে গেল স্থির।

দিব্যজ্ঞানে মহাধ্যানে হইয়া মগন,
পরমাত্মায় লয় পেয়ে হন অচেতন।
জীবজন্তু দেবতার,
শ্বাস নাহি বহে আর,
কঠোরতপস্যাবলে যায় বুঝি প্রাণ,
গোলোকবিহারী হরি কর পরিত্রাণ।

দাঁড়াইয়া একপদে করেন সাধন,
কি অদ্ভুত ! কি কৌশল, একি প্রাণায়াম !

"ধ্রুবের এ গুরুভার,
সহিতে না পারি আর,
থর থর কাঁপে অঙ্গ শ্বাস নাহি বহে" ;
যোড় করে বাসুকি তা নারায়ণে কহে।

কহিলেন দেবগণ, "বিষম সাধন,
পঞ্চমবর্ষীয় শিশু, একি প্রাণায়াম !
কঠোর তপস্যা প্রভু,
হেরি নাহি হেন কভু,
নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করেছে সকলে,
ছয় মাসে মোক্ষপদ লভিল কৌশলে"।

সরল হৃদয়ে আমি থাকি সর্ব্বক্ষণ,
ভক্তমধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় সেই ধ্রুবধন।
আর্ত্তভক্ত হ'য়ে মোরে,
ডাকিতেছে সকাতরে,
তাই তারে দিয়াছি সে বুদ্ধিযোগ মোর,
ভক্তের লাগিয়া সদা কাঁদিছে অন্তর।

চতুর্বর্গ লাভ ধ্রুব করেছে এখন,
সরল শিশুরে এবে দিই দরশন।

সোঽহং নিনাদে মন
মুগ্ধ হয়ে অচেতন,
পঞ্চশঙ্খনাদে তদা হইয়া মগন,
অপরূপ রাধাকৃষ্ণ করেন দর্শন।

যুগল চরণ ধ্রুব হেরিয়া তখন,
দর দর প্রেমবারি করে বরিষণ।
পরাপর মিলি দোঁহে,
ভক্তপানে র'ন চেয়ে
ভক্তের কি ভক্তিডোরে হৃদয় বাঁধিল,
গোলোকেতে শ্রীহরির আসন টলিল।

ধ্রুবকে ছল করিতে উর্ব্বশী ও কিন্নরীগণের প্রবেশ।

দেবগণ পরাপর করেন কল্পনা,
পঞ্চমবর্ষীয় শিশু কঠোর সাধনা
কেন যে করিছে হায়?
মনে অতি ভয় হয়,

দানবপীড়নে কষ্ট পাইবার তার
বিধির লিখনে ভাগ্যে আছে কি এবার।

পুনরায় স্বর্গভোগ যায় বুঝি এবে,
মনো দুঃখে ধ্রুব কিবা বর মাগি লবে!
উর্ব্বশী কিন্নরীগণে,
নৃত্য গীত করি বনে,
সাধনার শেষ ফল করুক ছলনা,
আর ত উপায় কিছু ভাবিয়া পাই না।

গোলোকপতির মন টলেছে এখন,
উঠেছেন দোঁহে মিলি দিতে দরশন।
ভক্তের অধীন তিনি,
ভক্তগত প্রাণ জানি,
যাহা বর চাবে তাহা না করি লঙ্ঘন
"তথাস্তু" বলিয়া দোঁহে আসুন এখন।

অচল অটল মন টলিবার নয়,
নয়ন মুদিয়া ধ্রুব ভজে দয়াময়।
উর্ব্বশী কিন্নরীগণে,
নানা ছল করে বনে;

নিঃস্বার্থ ভাবেতে ধ্রুব করেন সাধনা,
বিফল হইল সব কুটিল বঞ্চনা।

নিরাশ হইয়া আসি কহে দেবগণে,
সাধনা করেন ধ্রুব থাকি একমনে।
গুরু উপদেশ মতে,
ইষ্টদেব ধরি চিতে,
চারিদিকে হেরিছেন লক্ষ্মীনারায়ণ,
এ কুটিল চিত্র তার না হেরে নয়ন।

ধ্রুবের শ্রীহরিদর্শন।

নয়ন মেলিয়া ধ্রুব হের একবার
এসেছি তোমারে দিতে প্রীতি উপহার।
চক্ষু উন্মীলন করি,
হেরিল প্রাণের হরি ;
সতৃষ্ণ নয়নে চাহি হেরে অনিবার,
অঙ্গের ভূষণ কেন শোভে না তাঁহার।

মস্তকে ময়ূরপাখা বামে নাহি হেলে,
কর্ণের কুণ্ডল নাহি দুল দুল দুলে।
চরণ নূপুরধ্বনি
রুনু রুনু নাহি শুনি ;
বক্ষোপরি বনফুল মালা নাহি দুলে
বাজে না বাজে না বাঁশী 'রাধা' 'রাধা' ব'লে

পূর্ণব্রহ্ম হন যিনি পূর্ণচন্দ্রসম,
কোটীসূর্য্যসমুজ্জ্বল তনু অনুপম।
সতত নিরখি যাঁরে,
ধ্যানযোগে দেহান্তরে ;
আজিকে হেরি গো কেন মলিন বয়ান,
মেটে না মনের আশ অতৃপ্ত পরাণ।

কহ দেব, কহ মোরে, কহ বিবরণ,
কেন হেন ভাব হেরি কিসের কারণ।
কোন দোষে হই দোষী,
কহ মোরে পূর্ণশশী ;
রাতুল চরণতলে করি নিবেদন,
পুরাও মনের আশ ভকতরঞ্জন।

ধ্রুব

পরম ভকত ধ্রুব হও রে আমার,
মিটাব মনের আশ আজিকে তোমার।
হের হেলে শিখিপাখা,
তাহে রাধা নাম লেখা ;
কর্ণের কুণ্ডল দুলে বাজিছে নূপুর,
'রাধা' 'রাধা' বলে বাঁশী বাজে কি মধুর।

বক্ষোপরি ফুলমালা দুলিছে কেমন,
দেখ দেখ দেখ ধ্রুব মেলিয়া নয়ন।
মেঘের উপরে যেন,
সৌদামিনী শোভে হেন ;
মৃদু মন্দ হাস্যযুক্ত নিরখি বয়ান,
তথাপি আমার কেন অতৃপ্ত পরাণ ?

হাঁসিয়া কহেন হরি রাজার তনয়,
ধ্যানস্থ হইয়া পুনঃ হের পুনরায়।
কি ভাবে হেরিছ তুমি
হৃদয়ে হৃদয়স্বামী,
কিসের অভাবে রয় অতৃপ্ত হৃদয়,
ধ্যানযোগে তপোধন হের সমুদয়।

শ্রীহরির বাক্যে ধ্রুব রহেন তখন,
স্থির চিত্তে মহাযোগী যোগেতে মগন।
শ্যামপাশে রাধারাণী,
প্রেমের প্রতিমাখানি,
বিজলি খেলিছে কিবা রূপের কিরণে,
রাধাশ্যাম মিলিতাঙ্গ হেরিল নয়নে।

রাধা বিনা রাধানাথে হেরি শোভাহীন
অঙ্গের ভূষণ তেঁই হয়েছে মলিন।
যুগলরূপেতে হরি,
দেখা দাও কৃপা করি,
কোথায় রয়েছ পদ্মপলাশলোচন ?
ক্ষম অপরাধ দেব প্রণমি চরণ।

ধ্রুবের শ্রীহরিদর্শন।

"মেলিয়া নেত্র বৎস চাহ একবার,
এসেছি তোমারে দিতে প্রীতি উপহার।"
চক্ষু উন্মীলন করি,
দেখে শুধু একা হরি ;
"এ নহে আমার সেই হৃদয়রঞ্জন,
নয়ন মুদিয়া যাঁরে করি দরশন।"

'ধ্রুবধন করিয়াছে চতুর্ব্বর্গ লাভ,
ছলে তারে কেন প্রিয়ে দিই মনস্তাপ ?
ভক্তাধীন হই আমি,
সকলি জান ত তুমি,
যুগলরূপেতে ভক্তে দিই দরশন।"
বন আলো করি দোঁহে দাঁড়ান তখন।

চাহ বাছা আঁখি মেলি, চাহ একবার,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে তোর সাধনার সার।

কহিয়া সে বনমাতা
খুলি দিলা আঁখি পাতা ;
নিরখি চমকি উঠি স্থির করি মন,
সাষ্টাঙ্গে প্রণত ধ্রুব রহেন তখন।

সমাধিস্থ ভাবে ধ্রুব রহেন তখন,
কিসুখ হৃদয়ে তাহে বর্ণিতে অক্ষম।
ভাবিছেন ভূমে পড়ি কর যোড় করে,
বাক্য নাহি সরে স্তুতি করি কি প্রকারে ?

সর্ব্ব অন্তর্যামী তিনি দেব নিরঞ্জন,
বেদাত্মক শঙ্খশিরে করেন স্পর্শন।
বেদমাতা সরস্বতী বেদোক্তিদায়িনী,
বসিলেন কণ্ঠে দেবী সুবীণাবাদিনী।

উঠ বৎস চক্ষু মেলি কর দরশন
মনের বাসনা এবে কর হে পূরণ।
ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে গদগদ স্বরে,
করিলেন স্তুতি পাঠ সুমধুর সুরে।

ধ্রুবের স্তব।

জয় জনার্দ্দন, ব্রহ্ম সনাতন,
জগত জীবন হে!
জগতকারণ, জগততারণ,
সৃজন পালন হে!
বিশ্ববিমোহন, নিত্য নিরঞ্জন,
পতিতপাবন হে!
তুমি ত্রিপুরারি, সে ত্রিশূলধারী,
সর্ব্বত্র বিরাজ হে।
আঁধারনাশক, আলোকদায়ক,
তুমি পূর্ণব্রহ্ম হে!
তুমি হে সাকার, তুমি নিরাকার
তুমি গুণাতীত হে।
করি হে মিনতি, যেন মম মতি,
রহে ও চরণে হে!
বিনাশ স্বগুণে, কুমতিগ্রহনে,
কিঙ্করে ক্ষমিয়া হে!

যদি দেখা দিলে,   অধমে তারিলে
রেখো শ্রীচরণে হে।

শ্রীহরি। "মিষ্ট স্বরে স্তব করি তুষিলে আমারে,
স্বর্গ হতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।
বর মাগি লও বাছা যাহা ইচ্ছা হয়,
শ্রেষ্ঠ ভক্ত তুমি ধ্রুব হয়েছ ধরায়।"

ধ্রুবের বরপ্রার্থনা।

কিছু নাহি লয় মনে, ধন জন আশ,
সম্পৎ দেবত্ব কিবা, স্বর্গ অভিলাষ।
দেবের দেবত্ব যায়, কালের গতিতে,
রাজাও ভিখারী হ'য়ে ভ্রমে পথে পথে।
স্বর্গ-ভ্রষ্ট হয় সব, পুণ্যক্ষয় হ'লে,
পঞ্চভূতে দেহ ধরে আসে ধরাতলে।
লক্ষ লক্ষ বার গর্ভে, লইয়া জনম,
নরকযন্ত্রণা ভোগ, করে জীবগণ।

ওহে পদ্মনাভ দেব, হে মধুসূদন!
পরব্রহ্মে লিপ্ত হ'য়ে থাকি সর্ব্বক্ষণ।
হেন উচ্চপদ প্রভু দাও কৃপা করে,
সম ভাবে থাকি যেন চিরদিন তরে।

ধ্রুবের প্রতি বরদান।

ক্ষত্রিয় বালক ওহে ধর্ম্মপরায়ণ!
সরল প্রকৃতি তব মুক্তি মাগে মন।
হে ধ্রুব, সে ফলপ্রদ হ'লেও কঠিন,
তবু তা তোমারে দিব, হয়ে ভক্তাধীন।
গৌরবের পদ যাহা করিনু প্রদান,
ভ্রষ্ট নাহি ইহা হতে হবে কদাচন।
লভিলে যে উচ্চপদ পঞ্চম বরষে,
সমর্থ না হয় কেহ, কঠোর তাপসে।
রবি শশী গ্রহ তারা জ্যোতিষ্কের গণ,
রয়েছে সংলগ্ন হ'য়ে, তাহে সর্ব্বক্ষণ।
ধর্ম্ম, অগ্নি, ইন্দ্র, মুনি, কশ্যপ, সপ্তর্ষি,
প্রদক্ষিণ করে সবে, তথা দিবা নিশি।

হে ধ্রুব, যজ্ঞই মোর, প্রিয়মূৰ্ত্তি হয়,
ভূরি প্রদক্ষিয়া যজ্ঞে, পূজে যে আমায়।
ইহকালে সুখ ভোগ, করিয়া ধরায়,
চরমে শরণ লয়ে, স্বর্গধামে যায়।
ঋষিগণ নমস্কৃত, উপরি সে স্থান—
যোগীগণে সেই স্থানে করিলে প্রয়াণ
ফিরিয়া আসিতে কেহ, নাহি চায় আর ;
সেই যজ্ঞ তুমি বৎস, কর বার বার।
বিমাতার বাক্যবাণে হইয়া ব্যথিত
দারুণ মনের কষ্ট পেয়েছিলে কত।
সুখী হয়ে যাও গৃহে প্রফুল্লিত মনে,
বসাবেন এবে পিতা রাজসিংহাসনে।
তব করে রাজ্যভার, করিয়া অর্পণ,
যাবেন নিশ্চিন্ত মনে, শান্তিনিকেতন।
ষট্‌ত্রিংশ সহস্র বর্ষ থাকি নিরাপদে
পালিবে প্রকৃতিগণে বসি রাজপদে।
যখন হইবে মনে বিবেক উদয়,
মৃত্যুকে স্মরণ করি, স্মরিবে আমায়।
পাইবে সে উচ্চপদ, মোর প্রিয়স্থান,
তোর তরে ধ্রুবলোক, করেছি নির্ম্মাণ।

আধ্যাত্মিক যোগে তোমা করিয়া দর্শন,
থাকিবে সচ্চিদানন্দে, যোগী ঋষিগণ।
মঙ্গল হউক তব, যাই নিজ ধাম,
সাষ্টাঙ্গ হইয়া ধ্রুব করিলা প্রণাম।

ধ্রুবের আক্ষেপ করিতে করিতে স্বদেশে প্রত্যাগমন।

ভাবিছেন মনে মনে স্মরি নারায়ণে,
পরম আনন্দে আজি ছিনু মধুবনে।
নিরানন্দ করে নাথ রেখে চলে গেলে,
গৃহেতে যাইতে পুনঃ চরণ না চলে।
পরমাত্মা জয় করে হেরি নিরঞ্জনে,
ছার এই রাজ্যসুখ নাহি লয় মনে।
হায়, দেব! কোন পাপে হইল এমন,
পবিত্র সুধার পরে গরল ভক্ষণ।
লভিনু পরশমণি সার্থক জীবন.
তবু অনুতাপানলে দহিতেছে মন।

কেন জেগেছিল মনে, বিষয়বাসনা,
প্রথম সাধনে বুঝি "দেবের ছলনা" !
ভাগ্যের লিখন কভু না হয় খণ্ডন,
চিরদুঃখী জন সুখ পায় কি কখন ?
বিষয়লালসাবৃত্তি বাড়িবে আবার,
আবার ঘিরিবে মনে মোহ অন্ধকার !
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ ধিক রে আমায়,
অনিত্য সংসার হেরি মরীচিকাময় !
"ওহে দেব ! তব পদে করি হে মিনতি,
যেন মোর ও চরণে সদা রহে মতি।
দেশে গিয়া পিতা মাতা সকলে পাইয়া
এ হেন অমূল্য ধনে না যাই ভুলিয়া।
কুসঙ্গ দোষেতে করি কুপথে গমন
কুবৃত্তি ফিরায়ে দিও চিত্তবিনোদন !
মায়ামোহ পার্শে পুনঃ করিলে বন্ধন
যত্ন করি এই পাপ করিব মোচন।"
ভক্তিভরে ইষ্টদেবে স্মরিয়া তখন,
মাতৃগেহে ধীরে ধীরে করেন গমন।

ধ্রুবের মাতৃগৃহে প্রবেশ।

(ধ্রুব) কৈ মা, কোথায় মোর দুঃখিনী জননী,
বলেছিলা তুমি মোরে যে গুপ্ত কাহিনী,
লভিয়াছি সে রতন প্রবেশি কাননে,
কিবা অপরূপ তাহা বর্ণিব কেমনে।
ঘোর রাত্রে ছিলে মাগো ঘুমে অচেতন,
পলায়ে গিয়েছি চুপে প্রণমি চরণ,
সেই অপরাধ মাতঃ ক্ষম নিজগুণে,
দেখাব তোমারে আজি হৃদয়রতনে।

(মাতা) কোথা বাপ কোলে আয় হৃদয়ের ধন,
তোমা লাগি ক্ষণে ক্ষণে হই অচেতন।
শুনেছি নারদমুখে মনে কষ্ট পেয়ে,
মধুবনে ছিলে তুমি মহাযোগী হ'য়ে।
পেয়েছি পরশমণি নিজ পুণ্যবলে,
পঞ্চম বরষে কীর্ত্তি প্রকাশ করিলে।
তোর "কৃষ্ণে" ধ্রুব মোরে দেখা একবার,
ঘুচে যাক, ঘুচে যাক, মোহ অন্ধকার।

ধ্রুবের স্তব।

ওহে ব্রহ্ম নিরঞ্জন তুমি নিরাকার,
অব্যয় অব্যক্ত তুমি ত্রিগুণ আধার।
জ্ঞান অজ্ঞান তুমি, তুমি মূলাধার
সর্ব্বজীবে ব্যাপ্ত থাক সাধনার সার।
কৃপা করি খুলে দাও জ্ঞানচক্ষু মা'র
ভক্তাধীন হও তুমি জানি বার বার।
অক্ষম রমণীপ্রাণ না পারে সাধনা,
দরশন দিয়ে তাঁর পুরাও বাসনা।
কৃপা করি, চাহ নাথ! দেব দয়াময়,
ভক্তিভরে করি স্তুতি ঠেলিও না পায়।

(কৃষ্ণ) ভক্তির শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছি এখন
যখন বলিবে যাহা করিব তখন।

(ধ্রুব) দেখ মাগো চেয়ে দেখ হৃদয়রতন,
যুগল রূপেতে দেবে, কর দরশন।

সুনীতির যুগলমূর্ত্তিদর্শন ও স্তব।

সুনীতির জ্ঞানচক্ষু হ'ল উন্মীলন,
অপরূপ রাধাকৃষ্ণ করেন দর্শন।
প্রেমে মাতোয়ারা হ'য়ে গদ গদ স্বরে
ভক্তিভরে স্তব করে কাতর অন্তরে ;
'অনুপম শ্যামতনু নয়নরঞ্জন।
ভুবনমোহন রূপে মুগ্ধ করে মন।
কোটী সূর্য্য উদিয়াছে এ ভগ্ন কুটীরে,
হেরিতেছি কিবা জ্যোতি অন্তরে বাহিরে।
বর্ণিতে অক্ষম হই হীনমতি নারী
অন্তিমে দিও হে নাথ ও চরণ তরী।
যুগল চরণে আমি করি প্রণিপাত,
ও চরণে মতি যেন সদা রহে নাথ।'

নগরবাসীরা সব কহে প্রতিঘরে
পঞ্চম বরষে ধ্রুব প্রবেশি কান্তারে,
কঠোর তপস্যা ক'রে লভেছে শ্রীহরি,
সবে মিলে চল তাঁরে দরশন করি।

নিমেষ মধ্যেতে কথা হইল প্রচার,
প্রকাশ হইল ক্রমে গোচরে রাজার।
রাজদূত আসি কহে করি নিবেদন,
শুভদিন শুভবার্ত্তা শুন হে রাজন।
শ্রীহরি চরণ ধ্রুব করিয়া দর্শন,
ফিরেছেন দেশে আজি ত্যজি তপোবন।
(রাজা) একি শুভবার্ত্তা আজি শুনালে আমারে
হৃদয়ের ধন মোর ফিরেছে নগরে ?
আনন্দের উপহার কিবা দিব তোরে
গজমতি, মুক্তাহার এই লও করে।
মনোদুঃখে বুঝি ধ্রুব প্রবেশি কাননে
ডেকেছিলা জগদীশে থাকি একমনে।
সরল অন্তর জেনে দিয়ে দরশন
করেছেন সর্ব্ব দুঃখ তাহার হরণ।
সেইদিন সেই তার বিষণ্ণ বদন
ছল ছল আঁখি লয়ে চাহিল যখন।
সে দারুণ দৃশ্য তার হেরেছি নীরবে
আত্মজের মনঃকষ্ট কাতর অন্তরে।
ধিক মোরে, স্ত্রৈণ আমি, কাপুরুষ হই,
আপন আত্মজে ভয়ে কোলে নাহি লই।

সে অবধি জ্বলে হৃদি ধ্রুবের লাগিয়া
আজিকে জুড়াব প্রাণ হৃদয়ে ধরিয়া।
চারিদিকে বার্ত্তা দাও সাজাতে নগর
বিবিধ বাজনা সহ আন বাদ্যকর।
বাঁধিয়াছি এবে প্রাণ পুত্রস্নেহে আমি
মণিময় রথ মোর আন শীঘ্রগামী।
চল সবে যাই মোরা সুনীতিভবনে
নিষ্পাপ সরল ধ্রুবে হেরিব নয়নে।
আহা যে বা রাধাকৃষ্ণ করে দরশন
সফল জনম তার সার্থক জীবন।

সুনীতির ভবনে মহারাজের গমন ও শ্রীহরিদর্শন।

(ধ্রুব) দেখ গো জননী এই গৃহেতে তোমার
এসেছেন পিতা আজি কি ভাগ্য আমার।
উদিয়াছে সুখরবি ঈশ্বর কৃপায়
কুদিনের কাল মেঘ দূরে কেটে যায়।
(পিতা) এস, এস, হৃদে এস, হৃদিকণ্ঠহার
সস্নেহে হৃদয়ে লয়ে চুম্বি বার বার।

তোমারে নিরখি আজি জুড়াইল মন
পূর্ব্ব কথা এবে বৎস হও বিস্মরণ।
সুনীতি সতৃষ্ণ চোখে অভিমানভরে
কহিলেন ধীরে ধীরে সকরুণ স্বরে :
'নিরাশ হৃদয়ে ছিনু এ ভগ্ন কুটীরে
মনে কি পড়েছে নাথ দুখিনী দাসীরে ?
শয়নে স্বপনে কিম্বা বসিয়া নির্জ্জনে
অহর্নিশি কাঁদিতাম ভাবি মনে মনে।
অন্তকালে শিরে লয়ে ও চরণধূলি
আঁখিজলে দিই যেন ভক্তিপ্রেমাঞ্জলি।
নিরাশ হৃদয়ে এই আশার সঞ্চার
ফুটেছিল ধ্রুবজ্যোতিঃ সাধনার সার।
তারি পুণ্যবলে আজি হেরিনু তোমায়
কণ্ঠরোধ হয়ে আসে স্থান দাও পায়।'
লজ্জিত হইয়া রাজা কন ধীরে ধীরে :
'রমণীর শ্রেষ্ঠ তুমি চিনেছি এবারে ;
মনঃকষ্ট আর প্রিয়ে দিব না তোমারে
কানন ছাড়িয়া চল নগর ভিতরে।'
(পিতা) কই বৎস ! তোর কৃষ্ণে দেখা না আমারে
সতত রয়েছি আমি ব্যাকুল অন্তরে।

কি বলে ডাকিয়া তুমি পেয়েছ তাঁহারে
শিখাইয়া দাও মোরে ডাকিব কাতরে।

(পুত্র) 'দেখা দাও মোরে প্রভু কমললোচন'
এই বলে ডেকেছিনু হয়ে একমন।
ওই যে দাঁড়ায়ে মোর হৃদয়ের ধন
যুগল রূপেতে পিতা কর দরশন।

(পিতা) কই কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, দেখিতে না পাই
কিরূপ দেখিছ তুমি আছে কোন ঠাঁই?
কত পাপ করিয়াছি তাঁহার চরণে
তাই বুঝি দেখিবারে না পাই নয়নে।

(পুত্র) ওই যে সম্মুখে তব শ্রীকৃষ্ণ আমার
নয়নের মণি আর সাধনার সার।
ভকতবৎসল নাথ করুণা-আধার
দেখা দাও কৃপা করি জনকে আমার।

ধ্রুবের গান।

কোথা ওহে ভক্ত-প্রাণ রাজীব-লোচন
আমার জনকে নাথ দাও দরশন।

তুমি ভবকর্ণধার,
ভবার্ণবে কর পার।
ওহে সর্ব্বমূলাধার অধমতারণ,
করুণ কটাক্ষপাতে দাও দরশন।

স্তব।

(রাজা) 'ওহে দেব, দয়াময়, পতিতপাবন,
চরমে পরম গতি, সত্য সনাতন,
সর্ব্বপাপবিনাশন, অধমতারণ,
অগতির গতি তুমি, নিত্য নিরঞ্জন।
পাপকলুষিত হৃদি করি পরশন
চিদাকাশে আসি প্রভু দাও দরশন।'

নয়ন মুদিয়া স্তব করিতে করিতে
অপরূপ রাধাকৃষ্ণ পেলেন দেখিতে।

স্তব।

(রাজা) আহা কিবা শোভা ভক্তমনলোভা
(মরি) নয়নরঞ্জন।
কোটিসূর্য্যসম কিবা অনুপম
(আহা) মুগ্ধ করে মন।

যে দিকে নিরখি কিবা জ্যোতিঃ দেখি
(ওহে) চিত্তবিনোদন।
তুমি নিরাকার হও নির্ব্বিকার
(ওহে) ব্রহ্ম নিরঞ্জন।
কূটস্থ চৈতন্য তুমি, তুমি জ্ঞানময়,
তোমা হতে জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশিত হয়।
অনাদি, অনন্ত তুমি, তুমি সর্ব্বময়,
তোমা হতে আসে সব, তোমাতেই লয়।
দিয়াছ ভকতি সে তো তোমারি করুণা,
দে'খ যেন এ দাসেরে ক'র না বঞ্চনা।
ধর্ম্মপথে সদা যেন রহে মোর মতি
প্রেম ভক্তি সহ আমি করি হে প্রণতি।
(শ্রীকৃষ্ণ) উভয়ের স্তবে তুষ্ট হয়েছি এখন,
মনোমত বর মাগি লও হে রাজন।
(রাজা) মহিষীরে মনোকষ্ট দিয়াছি যখন
রাজা নাহি হই আমি অতি নরাধম।
আত্মজেরে মনঃকষ্ট দিয়াছি যখন
রাজা নাহি হই আমি অতি নরাধম।
সেই অপরাধ সব ক্ষমি মনে মনে
অন্তিমে দিও হে স্থান তব শ্রীচরণে।

রাণী ও ধ্রুবকে লইয়া মহারাজের দেশে গমন।

(রাজা) নিজ রাজ্যে চল প্রিয়ে রাজমাতা হ'য়ে
চিরসুখী হবে এবে স্বামী-পুত্র লয়ে।
চল বৎস, নিজ দেশে প্রফুল্লিত মনে
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর বসি সিংহাসনে।
তব করে মম রাজ্য করিয়া অর্পণ
নিশ্চিন্ত মনেতে যাব শান্তিনিকেতন।

(ধ্রুব) ক্ষমা কর পিতৃদেব, প্রণমি চরণে
রাজ্যসুখ ধন আশা নাহি লয় মনে।
পেয়েছি পরশমণি হৃদয় মাঝারে
শয়নে স্বপনে কিম্বা আহারে বিহারে।
গুপ্তভাবে হৃদে রাখি হেরি সর্ব্বক্ষণ
মুগ্ধ হয়ে সেইরূপে থাকি অনুক্ষণ।
সতত বাসনা এই জাগিছে অন্তরে
সাত্বিকভাবেতে পিতঃ পূজিব তাঁহারে।
জ্যেষ্ঠ সে উত্তমপদ অগ্রজ আমার
তাঁর করে দাও পিতা এই রাজ্যভার।

সুশিক্ষিত হন তিনি রাজদরবারে
তুষ্ট হবে প্রজাগণ তাঁহার আচারে।
ক্ষণকাল পরে রাজা কহে ধীরে ধীরে
"বিচার হইবে সব রাজদরবারে"।
অনুমতি দেন রাজা পারিষদগণে
"সাজাও রাণীকে সবে বস্ত্র আভরণে।
প্রাণসম ধ্রুব মোর হৃদয়ের ধনে
বসাইব তারে আজি রাজসিংহাসনে।
রাজছত্র শিরোপরে শোভিবে তাহার
শ্রবণে সুনীতিমনে আনন্দ অপার।
কানন ছাড়িয়া যান আপন ভবনে,
মহারাজ সনে অতি আনন্দিত মনে।
ধ্রুব, রাজা, রাণী করে, রথে আরোহণ,
গজ অশ্বে উঠিলেন পারিষদগণ।
বিবিধ বাজনা বাজে সুমধুর স্বরে
নগরে বসিয়া সব শুনে প্রতিঘরে।
দূতমুখে বার্ত্তা শুনি সাজায় নগর,
ছড়াইছে রাজপথে গোলাপ আতর।
শোভিতেছে সিংহদ্বার কিবা মুক্তাহারে,
ঘট পাতি রাখিয়াছে প্রতি দ্বারে দ্বারে।

সাজায়াছে দীপমালা আর ফুলহারে
যোড়করে প্রজাগণ স্তুতি পাঠ করে।
করেতে লইয়া ডালা কুলবালাগণ
সাহানা রাগিণী স্বরে গায় আগমন।
বাজিতেছে নহবত সুমধুর স্বরে,
দিগন্তে রক্তিম রাগে রক্ত কলেবরে।
রবি অস্তমিতপ্রায়, সন্ধ্যাদেবী ধায়,
নিদ্রা ভাঙ্গি ছোট রাণী উঠেন ত্বরায়।
সন্ধ্যাসমীরণ সেবি প্রমোদ উদ্যানে,
মহারাজ কেন নাহি আসেন প্রাঙ্গনে ?
চক্ষু হইছে স্পন্দন কিসের কারণ,
কোন পুণ্যবান লোক করে আগমন ?'
ঘট পাতি দীপাবলী জ্বালি প্রতিদ্বারে
আগমনী গীত গায় থাকি যোড়করে।
'কহ বৎস সত্য কহ ব্যাকুল অন্তর'
'শুন মাতঃ শুভবার্ত্তা, আসে বংশধর।
বহুদিন বনবাসে করিয়া অর্চ্চনা
লভেছেন শ্রীহরিরে করিয়া সাধনা।
সেই পুণ্যবান ধ্রুব করে আগমন,
যোড় হস্তে স্তুতি করে সবে সে কারণ।

বড়মাতা আসিবেন আজি শুভদিনে
রথোপরি যান পিতা আনিতে কাননে।'
(সুরুচি) কি শুনালি হায় একি জাগ্রতে স্বপন,
সুখের সুনিদ্রা ভাঙ্গি মরমে মরণ।
সুখী হব বলে যারে দিনু বনবাসে
সেই রাণী হয়ে বসে মহারাজপাশে।
শত শত বৃশ্চিকে যে দংশিছে অন্তরে
দারুণ মনের দুঃখ জানাব কাহারে?
ব্রত বুঝি করিয়াছে প্রবেশি কাননে,
নতুবা রাজন্ কেন গেলেন গোপনে?
ডুবিল কি সুখরবি মেঘের উদয়ে,
গভীর গর্জ্জনে বজ্র পড়িল হৃদয়ে।
কাঁপিতেছে বিম্বাধর ক্রোধে অভিমানে
বিদ্যুৎ চমকি ভয় দিতেছে পরাণে।
আশায় ভুলায়ে নাথ নিরাশ করিলে
আদরে হৃদয়ে ধরি চরণে দলিলে।
ওকি শুনি তুরী ভেরী বাজে নানা সুরে,
ত্বরায় ছুটিয়া যান গবাক্ষের দ্বারে।
রমণীয় মণিময় রথ আসে ধীরে
উজ্জ্বল প্রভায় দিক আলোকিত করে।

সৌম্যকান্তি মূর্ত্তিখানি হেরি কি সুন্দর
ইন্দ্রাণীর পাশে যেন শোভে ইন্দ্রবর।
ধ্রুবের সে জ্যোতিঃ হেরি বদনমণ্ডলে,
হিংসাবৃত্তি দূরে যায় ভাসি আঁখি জলে
ধন্য দিদি, পুণ্যবতী দেবী হও তুমি,
না জানিয়া মনোকষ্ট দিয়াছিনু আমি!
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, কনিষ্ঠে তোমার,
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে আমার।
পঞ্চামৃত, পঞ্চশস্য, দধি, দুগ্ধ লয়ে
ধ্রুবের মস্তকে দেন আনন্দিত হয়ে।
"স্বস্তি, স্বস্তি" উচ্চারণ করি ঋষিগণ
আতপ-তণ্ডুল, দুর্ব্বা, পুষ্প ও চন্দন,
ধ্রুবের মস্তকে দেন ঋষি-শ্রেষ্ঠ বলে,
শ্রবণে রাণীর মনে আনন্দ উথলে।
সবে মিলি স্তুতি পাঠ করে সমস্বরে
শুনেছেন ধ্রুব তাহা হরষ অন্তরে।
উপনীত হল রথ রাজদরবারে
শঙ্খধ্বনি হুলুধ্বনি রমণীরা করে।
শুভদিনে শুভক্ষণে গৃহেতে প্রবেশ
করিলেন রাজারাণী আনন্দ অশেষ।

ভ্রাতৃদ্বয়ের মিলন ও নূতন সংসারের খেলা।

দুই ভায়ে কোলাকুলি করে আলিঙ্গন,
মধুর আনন্দ আজি মধুর মিলন।
গলাগলি করি দোঁহে
দুয়ে একপ্রাণ হয়ে,
করিছেন পরস্পরে সুখ আলাপন
এক বৃন্তে দুটী ফুল শোভিছে কেমন।

রাজপুরী চতুর্দ্দিক করিয়া দর্শন
ধ্রুবের হইল অতি আনন্দিত মন।
হেন সুসজ্জিত পুরী
আমি কভু নাহি হেরি,
মণিময় সিংহাসন রতন ভূষণ;
জন্মাবধি হেরিয়াছি বন উপবন।

স্নেহময় জননীকে করিব প্রণাম
আমারে লইয়া দাদা চল সেই স্থান।
তাঁহারি প্রসাদে আমি
লভেছি হৃদয়স্বামী ;
পুনরায় সে চরণ করি দরশন
ভক্তিভরে পদধূলি করিব গ্রহণ।

উত্তমের মনে ভয় হইল এখন,
ক্রোধে অভিমানে পুনঃ কটু কথা ক'ন।
না জানি সুখের দিনে
বিধি কি প্রমাদগণে
শ্রীহরিচরণ মনে করিয়া স্মরণ
ধীরে ধীরে মাতৃগৃহে করেন গমন।

জননীকে দুই ভায়ে করিলা প্রণাম,
"জীব" বলে আশীষিয়া করেন কল্যাণ।
সস্নেহে হৃদয়ে ধরে
বদন চুম্বন করে ;
"আয় বৎস, কোলে আয়, হৃদয়ের ধন
না জানিয়া মনঃকষ্ট দিয়েছি তখন।"

সুখী হয়ে খেল দোঁহে প্রফুল্লিত মনে,
অভিন্ন হৃদয়ে এবে থাক দুই জনে।
জননীর পানে চাহি,
ধ্রুব কহে, দোষ নাহি ;
প্রভাতে সুখের দৃষ্টি তরুণ তপন
দিবাঅবসানে রবি অস্তমিত যান।

সেইরূপ সুখ দুঃখ ভাগ্যের লিখন,
নিজ নিজ কর্ম্মফল লভে জীবগণ।
ভোগের লালসা ছাড়ি,
শ্রীহরিচরণ স্মরি,
থাকে যেই, সুখী সেই, হয় ধরাতলে,
সতত ভাসেন তিনি আনন্দসলিলে।

শিক্ষা দিলে তুমি ধ্রুব আজিকে আমারে,
মনের অনল মোর নিবিল এবারে।
লজ্জায় আছিনু ছেয়ে,
মরমে মরমে মরে,
কলঙ্কিত মুখ আমি দেখাব কেমনে ?
দিয়াছি যে মনঃকষ্ট তোরে অকারণে।

স্বধর্ম্মে থাকিলে জয় হইবে নিশ্চয়
শাস্ত্রের বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়।
কুবুদ্ধির ভ্রমে পড়ে
মোহেতে আচ্ছন্ন করে,
রেখেছিল এ জীবন করে অন্ধকার
জ্বলিল হৃদয়ে দীপ বচনে তোমার।

সুরুচি, উত্তম, ধ্রুব সুনীতির গৃহে,
চলিলেন সবে মিলি আন্তরিক স্নেহে।
পরস্পর দুইজনে
চারি চক্ষু সম্মিলনে
নয়নের অশ্রুধার নীরবেতে ঝরে
নির্ব্বাক রহেন দোঁহে বাক্য নাহি সরে।

মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া তখন,
কহিলেন ধ্রুব কত সুমিষ্ট বচন।
স্মরিয়া সে সব কথা
বৃথা কেন পাও ব্যাথা ?
শুভদিনে শুভক্ষণে হইল মিলন,
পূর্ব্ব-কথা এবে মাতঃ হও বিস্মরণ।

কর্ম্মক্ষেত্রে আসি জীব নিজ কর্ম্মফলে
জন্ম, মৃত্যু, পাপ, পুণ্য ভোগে নানা ছলে।
সুখ দুঃখ সমুদয়
কিছু চিরস্থায়ী নয় ;
অনিত্য সংসারে এই জলবিম্ব প্রায়
কদলীস্কন্ধের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হয়।

রবি শশী উঠে নিত্য গগনমণ্ডলে
সমভাবে নাহি রয় নিজ কর্ম্মফলে।
ধরণীর তমো নাশি
কভু কাঁদি, কভু হাঁসি,
প্রকৃতির গর্ভে আসি করেন বিহার
বিবিধ নিয়ম এই কি কহিব আর।

ধ্রুবের বচনে জ্ঞান হইল উদয়
দুঃখ অভিমান আদি দূরে সরে যায়।
এক স্থানে দুই জনে
রহিলেন হৃষ্টমনে
দ্বেষ হিংসা শূণ্যময় পবিত্র অন্তর
বহিছে আনন্দস্রোত হৃদে নিরন্তর।

এইরূপে কিছুকাল হইলে বিগত
উত্তমের মন মাতে মাতঙ্গের মত।
'মৃগয়া করিতে আমি
যাইব মা বনভূমি ;
এসেছে বসন্ত ঋতু সেজেছে ধরণী
মৃগয়ার লাগি মোর নাচিছে পরাণী।'

জনকজননীদ্বয়ে প্রণাম করিয়া
মৃগয়া করিতে যান বিদায় লইয়া।
বন উপবন কত
ভ্রমিছেন অবিরত ;
বন্য পশু পাখী নাশি থাকেন হরষে
এক দিন যান তিনি পর্ব্বতপ্রদেশে।

হেরিছেন চতুর্দ্দিক কিবা শোভাময়,
সুন্দর সুদৃশ্য কিবা কি আশ্চর্য্যময় !
কুরঙ্গশাবকগণ
সুখে করে বিচরণ ;
ডালে ডালে শোভে পাখী বিবিধ প্রকার
নানা সুরে গান করে মনোমুগ্ধকর।

শোভিতেছে চারিধারে উন্নত ভূধর,
তরু লতা ফলে ফুলে শোভে মনোহর।
ধায় গিরিনির্ঝরিণী
করি কুলু কুলু ধ্বনি,
তরঙ্গে তরঙ্গে নাচে কমলনিকর,
গুণ গুণ রব ক'রে আসে মধুকর।

সারস সারসী জলে দেয় সন্তরণ,
উত্তম তন্ময়চিত্তে করেন দর্শন।
মৃগয়া করিতে আসি
ধনুক পড়িল খসি ;
'জীবহিংসা বৃথা কেন করিতেছি হায়!
কোনো দোষে দোষী এরা মোর কাছে নয়।

'আহা কি পবিত্রময় এই স্থান হয়,
মনের মালিন্য সব দূরে সরে যায়।
ঈশ্বরের প্রতি মন
ধাইতেছে প্রতিক্ষণ ;
নির্জ্জন নিভৃত এই সুখময় স্থানে,
ধ্রুবের মতন আমি ব'সে থাকি ধ্যানে।

'কে যেন ডাকিয়া বলে "কে-হে তুমি বল"
চমক ভাঙ্গিয়া গেল দৃষ্টি সচঞ্চল।
অদূরে আসিছে কেবা,
যোদ্ধৃবেশে এক যুবা।
নিকটে আসিয়া কহে ভাবুকের মত,
যুদ্ধসাজে আসি কিবা ভাবে অবিরত!

'কাহার তনয় তুমি কোন অভিলাষে
একা আসিয়াছ এই যক্ষরাজদেশে ?'
'রাজপুত্র হই আমি,
মৃগয়া করিয়া ভ্রমি,
ঘুরিতে ঘুরিতে আজি এসেছি এ দেশে
দুর্গম নিভৃত এই পর্ব্বতপ্রদেশে।

সম্মুখযুদ্ধেতে যদি ইচ্ছা তব হয়,
ক্ষত্রিয়তনয় তাহে নাহি করে ভয়।
তুমি আমি আছি একা,
কারো সনে নাহি দেখা,
সম্মুখসমরে আজি করি মহা রণ
জনম সার্থক ক'রে ত্যজিব জীবন।'

মহাযুদ্ধ দুই জনে হইল তখন
সুকৌশলশিক্ষা কিবা বাণবরিষণ !
পশু পাখী ভয় পেয়ে,
পলাইছে প্রাণ লয়ে ;
সিংহনাদ করি দোঁহে যুদ্ধের উল্লাসে
দুই জনে সমকক্ষ, কেহ নাহি ত্রাসে ।

মায়াবী সে যক্ষপুত্র মায়ার কৌশলে
উত্তমের প্রাণ লয় নানাবিধ ছলে ।
রাজপুত্র পড়ে রণে
আঘাত লাগিল প্রাণে,
স্নেহময়ী জননীর স্নেহের অন্তরে,
তনয়ের লাগি প্রাণ কাঁদিল কাতরে ।

কাঁদিয়া পতির পাশে কহেন কাতরে,
'কাঁদিছে পরাণ আজি উত্তমের তরে ।
কি জানি সে কার সাথে
গিয়াছে বা কোন পথে !
না জানি দুর্গম স্থানে করেছে গমন ;
কেন এত মন মোর হয় উচাটন ?

কুশল বারতা তার পাইব কেমনে ?
উতলা হতেছে মন তাহার কারণে।’
শুনি মহারাজা কন,
করুণাচঞ্চল মন ;
‘দরবারে মন্ত্রী সনে করিয়া বিচার
এখনি আনিয়া দিব শুভ সমাচার।

“জয় মহারাজ জয়” রাজদরশনে
কহিলেন সবে আজি বিষণ্ণবদনে।
হেরি মহারাজ কন,
“উত্তমের সৈন্যগণ
দাঁড়ায়ে রয়েছে কেন নত শির ক’রে ?
কুশলে আছে ত পুত্র ? শীঘ্র কহ মোরে”।

বাক্য নাহি সরে কারো, করে অশ্রুপাত,
উত্তানপাদের শিরে হ’ল বজ্রাঘাত।
‘ওহে সেনাপতিগণ !
কহ মোরে বিবরণ,
কে নাশিল প্রাণাধিক তনয়ে আমার
কে ছিঁড়িল হৃদয়ের হৃদিকণ্ঠহার ?

'দুটী ফুল ছিল মোর সংসার উদ্যানে
একটীরে চ্যুত করি দলিল চরণে।
বল সেই কোন জন,
মনুষ্য কি পশুগণ—
হরিষে বিষাদ মোর কে করিল হায়,
কে হানিল হৃদে মোর শেল অসময় ?'

'মহারাজশ্রীচরণে করি নিবেদন,
প্রত্যূষে উঠিয়া নিত্য করেন ভ্রমণ।
মৃগয়া করিতে যান
রমণীয় এক স্থান ;
হিমালয় প্রদেশেতে যক্ষরাজদেশ
না জানিয়া সেই দেশে করেন প্রবেশ।'

'কিছু নাহি জানি মোরা, করি অন্বেষণ,
নানা স্থানে গিরিশৃঙ্গে, করিনু ভ্রমণ।
দ্বিপ্রহর বেলা প্রায়
রবি খরতর হয় ;
উন্নত পর্ব্বতোপরে করিনু দর্শন,
মহাযুদ্ধ হয় দোঁহে বাণবরিষণ।

সৈন্যহীন দুই দল, না জানি কারণ
ইঙ্গিতে মোদের তিনি করেন বারণ।
সূর্য্যদেব পাটে বসি
হাঁসিছেন ম্লান হাঁসি ;
মৃদু মৃদু বহিতেছে সান্ধ্য সমীরণ,
জীবনপ্রদীপ তাঁর নিবিল তখন।

তথায় রয়েছে এক রজত ভূধর,
সূর্য্যের কিরণে তাহা কিবা মনোহর !
স্রোতস্বিনী বহে তার
কল কলে অনিবার ;
বম্ বম্ ঋষিগণ করে উচ্চারণ,
স্বর্গ তুচ্ছ হয় জ্ঞান করিলে দর্শন।

ক্ষত্রিয়তনয় প্রভু রাখি নিজ মান
সম্মুখসমরে তিনি হারালেন প্রাণ।
সেই স্রোতস্বিনীতীরে,
ভাসি সবে অশ্রুনীরে ;
সুপবিত্র দেহ তাঁর লইয়া যতনে
বিসর্জ্জন দিনু তায় কাতর পরাণে।'

শোকার্ত্ত হইয়া রাজা হন অচেতন,
চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িল তখন।
    নিদারুণ বাণী শুনি
    কাঁদিছেন ছোটরাণী,
'হেলায় হারানু হায় হৃদয়রতন'
ক্ষণে ক্ষণে মৃতপ্রায় হন অচেতন।

যখন হতেছে জ্ঞান কাঁদি অবিরত
ছুটেছে মানবপথে পাগলিনী মত।
    'মৃগয়া করিতে গেলে
    গৃহে আর নাহি এলে;
শোকাগ্নি জ্বালিয়া দিলে হৃদয়ে আমার,
সহিতে না পারি হায়! এ যাতনা আর।

'ঘোর নিশি, সবে আছে ঘুমে অচেতন,
এবে আমি চুপে চুপে করি পলায়ন।
    প্রাণের তনয় মোর
    ছিঁড়িয়া হৃদয়-ডোর,
পূর্ণ করি মনস্কাম গিয়াছে যথায়,
জুড়াই যাতনা আমি যাইয়া তথায়।'

পুত্রশোকে জ্ঞানহারা হ'য়ে উন্মাদিনী
গহন কাননে হায়, যান একাকিনী।
প্রবেশ করিয়া বনে
কাঁদেন কাতর প্রাণে,
'কোথায় রয়েছে মোর প্রাণের তনয়!
স্নেহের পুত্তলি বাছা আয় কোলে আয়।

সুষুপ্ত ধরণী ঘোর অন্ধকারময়
চারিদিকে তদুপরি মেঘের উদয়।
লুকায়ে রয়েছ কোথা
খুঁজিয়া না পাই হেথা।'
উত্তম, উত্তম বলে কাঁদেন জননী
গগন ভেদিয়া ধায় সেই প্রতিধ্বনি।

'এখনো এলি না বাপ আজি শূন্য কোলে,
বুঝেছি বুঝেছি এবে নাহি ধরাতলে!
ক্ষত্রিয় রমণী হই,
নিজ চিতা জ্বালি লই;
মরণে নাহিক ভয় প্রবেশি অনলে,
জুড়াই তাপিত প্রাণ অগ্নি-স্বাহা কোলে।

দিগ্‌ভ্রান্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া তখন
নিবিড় অরণ্যমাঝে করেন রোদন !
দারুণ শোকের ভার
সহিতে না পারি আর,
পেয়েছি হারাণ নিধি খুঁজিয়া খুঁজিয়া
সিংহ ব্যাঘ্র পিছু ধায় কুমার বলিয়া।

বিলাপ করেন রাণী উন্মাদিনী মত
গহন কাননে হায়, কাঁদি অবিরত।
ধরিয়া বনের পশু
কহেন, আমার শিশু ;
শোকাতুরা জ্ঞানহারা হের কি ভীষণ !
হিংস্রক বনের পশু ভাবে না তখন।

দহিছে হৃদয়ে আহা ! পুত্রশোকানলে
আপন সুখের আশ সব গেছে ভুলে।
কুমার কুমার বলে
ডাকি কাঁদি অশ্রুজলে,
আপন মরণ ভিক্ষা করিছে স্মরণ,
তথাপি কুমার ব'লে করে অন্বেষণ।

অপত্যস্নেহেতে হের আছে কত সুধা
পুত্র কি মিটাতে পারে এ সুধার ক্ষুধা ?
ধন্য এ মানব দেহ,
কেবা হেন দিল স্নেহ,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে দৃঢ়তা করিয়া
জননীর প্রাণে, হায়! শৃঙ্খলে বাঁধিয়া!

রাজপুরে চারিদিকে উঠে মহারোল—
পুত্রশোকে ছোটরাণী হইয়া পাগল,
গিয়াছেন কোথা হায়
খুঁজিয়া না কেহ পায়।
শিরে করাঘাত করে কাঁদে প্রজাগণ
হায়! হায়! মাতাপুত্রে হারাল জীবন।

রাজন বিষণ্নমনে করেন রোদন,
সুরুচি পুত্রের লাগি হারাল জীবন।
স্নেহের হৃদয়নিধি
হরিলেন তারে বিধি ;
ধ্রুবের করেতে রাজ্য করিয়া অর্পণ
ঈশ্বর ভজিতে এবে যাই তপোবন।

ওহে দেব তব মায়া বুঝিতে না পারি !
জীবের সনেতে সদা কর হে চাতুরী ।
ইহপরকাল লয়ে
ভাগ যোগ কর নিয়ে ;
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য করিছ বিচার
অবোধ মানব মন দোষে বার বার !

সুনীতি । অশ্রুপূর্ণলোচনেতে কহেন কাঁদিয়া,
সুখী হয়ে ছিনু এবে সংসারে আসিয়া ।
সারাটী জীবন মোর
কাঁদিয়া হয়েছে ভোর ;
সাঁঝের বেলায় রবি উদিল যেমন
অমাবস্যা নিশা আসি দিলা দরশন ।

ঝরিয়াছে দুনয়নে শ্রাবণের ধারা
আছিনু মরমে মরে পাগলের পারা ।
হৃদয়ের ধ্রুবনিধি
দয়া করি দিলা বিধি ;
সুমিষ্ট বচনে তার জুড়াইত প্রাণ
ভুলিতাম সর্ব্বদুঃখ হেরিলে বয়ান ।

হারাইলে সে রতন জীবনের শেষে
শোকাতুরা হয়ে ভগ্নী গেলে কোন দেশে।
সুখ দুঃখ যাহা হয়
কিছু চিরস্থায়ী নয় ;
হৃদয়ের জ্বালা বোন সহিতে নারিলা
নিশীথে চলিয়া গেলে কোথায় একেলা ?

উত্তমের লাগি ধ্রুব করেন রোদন,
পর্ব্বতপ্রদেশে ভ্রাতঃ ত্যজিলে জীবন।
মৃগয়া করিতে গেলে
পুনঃ গৃহে নাহি এলে,
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুদ্ধ আপন গৌরবে
হারাইলে মহাপ্রাণ কীর্ত্তি রাখি ভবে।

হায় ! হায় ! তব শোকে হয়ে উন্মাদিনী
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কোথা গেলেন জননী !
হৃদয়ের কণ্ঠহার
ছিন্ন করে নিল তাঁর ;
সহসা দারুণ জ্বালা জ্বলিল পরাণে
সহিতেঁ না পারি প্রাণ ত্যজেন গোপনে।

ভ্রাতৃঘাতকের প্রাণ নাশিব নাশিব
ক্ষত্রিয়ের বল বীর্য্য দেখাব দেখাব।
করিয়াছি এই পণ
মনে মনে উদযাপন ;
হেরিব যক্ষের যুদ্ধ মায়ার কৌশল
সৃষ্টি স্থিতি লয় করা হইবে বিফল।

ক্রোধান্বিত হ'য়ে ধ্রুব দ্রুতপদে ধায়,
মন অভিলাষ তাঁর কহিতে পিতায়।
ভ্রাতৃহন্তকের প্রাণ
নাশিয়া রাখিব মান ;
অনুমতি দেহ পিতা পর্ব্বতপ্রদেশে,
যাইতে আমারে দেব এসেছি সে আশে।

কাঁদিয়া কহেন পিতা, 'একমাত্র তুমি
হৃদয়ের কণ্ঠহার, ছিঁড়িব না আমি।
যক্ষপুত্র সনে রণ
করিলে হারাবে প্রাণ ;
পিতৃআজ্ঞা পূর্ব্বে বৎস কর রে পালন
রাখিও পশ্চাৎ তব সে প্রতিজ্ঞাপণ।

'বংশ লুপ্ত হবে মম তোমার বিহনে,
বিবাহ করিয়া রক্ষা কর সে কারণে।
শুভদিনে শুভক্ষণে
সুলক্ষণা কন্যা সনে,
বিবাহ দিইব তব করিয়াছি পণ,
পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য কর রে পালন।'

সজলনয়নে ধ্রুব রহি নতশিরে
ভাবিছেন মনে মনে গুরুপদ স্মরে,
'কত সাধ আছে মনে
খেলিতে আমার সনে;
ইচ্ছাময় তব ইচ্ছা হউক পূরণ,
সাধিব আপন কর্ম্ম স্মরিয়া চরণ।'

রাজসভা

সভাস্থলে আসি রাজা করেন প্রচার,
শিশুমার কন্যা এক আছে চমৎকার।

ভ্রমিকা নামেতে কন্যা লক্ষ্মীস্বরূপিণী
সর্ব্বগুণসুসম্পন্না সবে কহে শুনি।
ধ্রুবের বিবাহ দিব আজি শুভদিনে,
শুভযাত্রা কর সবে গোধূলি লগনে।
রাজদূতে বার্ত্তা দাও সাজাতে নগর,
মঙ্গল বাজনা সহ আন বাদ্যকর।
গজ, অশ্ব, দোলা রথ, আর পদাতিক,
বিধির বিধানে দ্রব্য আন ততোধিক।
ধ্রুবের বিবাহে আজি সবে আনন্দিত,
নাচিছে গাহিছে কেহ সাজে মনোমত।
এ শুভ বারতা শুনি হরষিত মনে
শ্রীহরি পূজেন রাণী বসি কায়মনে।
স্বর্ণপাত্রে কুলা ডালা সাজাইয়া করে
বরণ করেন পুত্রে হরষ অন্তরে।
পিতৃমাতৃপদদ্বয়ে প্রণাম করিয়া
শুভযাত্রা করিলেন শ্রীহরি স্মরিয়া।
শুভদিনে শুভক্ষণে হইল মিলন,
আজিকে হইল তাঁর সংসার বন্ধন।
ধ্রুবের করেতে কন্যা করিয়া অর্পণ,
রাজা রাণী দোঁহাকার আনন্দিত মন।

জামাতা পেয়েছি মোরা বহুপুণ্যফলে
রূপে, গুণে, ধনে, মানে, ধর্ম্ম, কুল, শীলে।
বিবাহ বাসরে বসি আনন্দিত মনে
গান বাদ্য করিছেন সখীগণ সনে।
দুঃখ নিশি পোহাইল হাঁসিতে হাঁসিতে
বাসি বিয়ে কড়ি খেলা হ'ল বিধিমতে।
শুভযাত্রা করিলেন নববধূ সনে
করিছেন শুভাশীষ গুরুজনগণে।
জনক আসিয়া কন কন্যায় আপন,
আজিকে চলিলে মাতঃ শ্বশুরভবন।
শ্বশুর, শাশুড়ী, আর গুরুজনগণে
শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে তাঁদের কায়মনে।
সীতা, চিন্তা, দময়ন্তী সাবিত্রীর সমা
সুচরিত্রা, পতিরতা হ'য়ো নিরুপমা।
দীন, দুঃখী, দাস, দাসী আর প্রজাগণে
তাদের তুষিবে অতি মধুর বচনে।
বদন চুম্বন করি কহেন কন্যায়,
কাঁদিছে পরাণ আজি দিতে মা বিদায়।
পিত্রালয় আলো ক'রে ছিলে মা জননী
শ্বশুরভবনে আজি চলিলে নন্দিনী।

রমণীর শ্রেষ্ঠধর্ম্ম সংসার ধরম,
গুরুজনে সুশ্রূষা ও অতিথিপালন।
অরুন্ধতী, সাবিত্রী তাঁহাদের মতন
নিত্যই পূজিবে মাতঃ স্বামীর চরণ।
পতিই পরম গুরু নারীর ভূষণ,
তিনি ব্রহ্ম, তিনি বিষ্ণু, হন নারায়ণ।
প্রভাতে উঠিয়া পূর্ব্বে প্রণাম করিয়া
গৃহকর্ম্মে রত হবে শ্রীগুরু স্মরিয়া।
হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ লহ মা কল্যাণী
উজলিও পতিগৃহ লক্ষ্মীস্বরূপিণী।

উত্তানপাদের নিজ রাজ্যে গমন।

পুত্রের বিবাহ দিয়া নববধূ লয়ে
নিজরাজ্যে চলিলেন হরষিত হ'য়ে।
বিবিধ বাজনা বাজে কহে প্রজাগণে,
সুপ্রভাত হয় আজি রাজদরশনে।
মঙ্গল শঙ্খের ধ্বনি কুলবালাগণে
করিছেন চারিদিকে হেরি বর কনে।

যৌতুক দিইয়া সবে করিছে প্রণাম,
ধ্রুব বলে, "সবে গাও হরিগুণ গান"।
কীর্ত্তনের মহারোল উঠিল নগরে,
বাজায় খরতাল খোল তালি দেয় করে
ভেরী শব্দে মহানন্দে কাঁপায় গগন
স্বর্গ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
ভাণ্ডার খুলিয়া রাণী করিছেন দান
বহুবিধ ধন রত্ন, বসন ভূষণ।
স্বর্ণপাত্রে কুলা ডালা সাজাইয়া করে
বরণ করিয়া লন পুত্রবধূ ঘরে ;
"এস মা গো গৃহলক্ষ্মী, এস মা জননী
এস এস, মা এস গো, লক্ষ্মীস্বরূপিনী।
চিরসুখী হয়ে দোঁহে করহ সংসার
হৃদয়ের স্নেহাশীষ এই মা আমার।'
পিতার চরণ বন্দি মাতার চরণে
প্রণাম করেন দোঁহে ভক্তিপূর্ণমনে।

ধ্রুবের রাজ্যাভিষেক।

আসি মহারাজ কন, শুন, পাত্র মিত্রগণ !
বসাইব ধ্রুবে আজি রাজসিংহাসন।
আজিকার শুভদিনে সবে মিলি প্রজাগণে
আনন্দ উৎসব কর আনন্দিত মনে।
এসেছেন অগণন দেশ দেশে রাজাগণ
মাতাও তাঁদের প্রাণ হরি সংকীর্ত্তনে॥
বসালেন সিংহাসনে বধূপুত্র দুই জনে
রাজত্বের গুরুভার করিনু অর্পণ।
রাজার মুকুট পরি রাজছত্র শিরে ধরি
রাজধর্ম্ম পিতৃধর্ম্ম কর রে পালন॥
চিরদিন সুখে থেকো প্রজাপরি দৃষ্টি রেখো
বংশের উজ্জ্বল দীপ সংসারের সার।
কি কহিব তোরে আর দিনু এই গুরু ভার
সতত রাখিও মনে আদেশ আমার॥
তপস্যার মহাবলে ঋষিশ্রেষ্ঠ তুমি হলে
পরম ভকত হয়ে গেলে উচ্চস্থান।
বসি রাজসিংহাসনে প্রীত কর প্রজাগণে
দেখাও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ওহে মহাপ্রাণ॥

হইল আকাশবাণী কাঁপাইয়া মর্ত্ত্যভূমি
"স্বস্তি" "স্বস্তি" উচ্চারণ করি ঋষিগণ।
ধ্রুবের মস্তকোপরে দেন সবে সমাদরে
আতপ তণ্ডুল দুর্ব্বা পুষ্প ও চন্দন ॥
সভাস্থলে রাজগণ দিতেছেন যে যেমন
ধ্রুবের করেতে দ্রব্য মাণিক রতন।
উপহার দেন যাহা সহাস্যবদনে তাহা
প্রণাম করিয়া দোঁহে করেন গ্রহণ ॥

তপস্যা করিতে উত্তানপাদের ও সুনীতির বনে গমন।

ধ্রুব। প্রণাম করিয়া ধ্রুব কহেন পিতায়,
"রাজনীতি শিক্ষা পিতঃ দিলেন আমায়!
তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিব পালন,
এই মোর প্রতিজ্ঞা কভু, না হবে লঙ্ঘন।"
রাজা। "মঙ্গল হউক তব; যাই তপোবন,
মনোসুখে রাজকর্ম্ম করহ পালন।
(রাণীর প্রতি)
রাজমাতা হ'য়ে প্রিয়ে করহ সংসার।"

রাণী। "দারুণ কঠিণ বাণী কেমনে কহিলে,
সাথের সঙ্গিনী ফেলে যাবে তুমি চলে!
কায়া যথা ছায়া তথা থাকে সর্ব্বক্ষণ
যাইব তোমার সাথে সেবিতে চরণ।"

রাজা। "কণ্টকসংকীর্ণ বনে কেমনে যাইবে?
কোমল রমণীকায় সহিতে নারিবে।
কঠোর তপস্যা কভু নহে রমণীর
কর গো সংসারধর্ম্ম মন করি স্থির।"

রাণী। "জনকনন্দিনী সীতা গেলেন কেমনে
স্বামীর সহিত দেখ ভূধরকাননে?
সেইরূপ তব সাথে যাব তপোবন
নির্জ্জনে বসিয়া সুখে পূজিব চরণ।"

রাজা। গুরুদেব, যাত্রাকালে নমি বার বার,
হৃদয়ে বহুক তব প্রেম পারাবার।
ব্রহ্মের কটাহে দেব স্থির লক্ষ্য করি
বিষ্ণুর তৎপদ প্রভু বিন্দুকূপে হেরি,
পূরে যেন হৃদয়ের বাসনা আমার
সম্মুখে পশ্চাতে আমি নমি বার বার।
পুরোহিতশ্রীচরণে করি নিবেদন,
পুরের মঙ্গল তব আশীষ বচন।

বালকতনয় মোর যদি করে দোষ
ক্ষমা কর নিজগুণে না করিও রোষ।
প্রণমি পিতার পায় করজোড়ে ধ্রুব কয়,
পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য, করিব পালন।
তপস্যায় দিয়ে মন এবে যান তপোবন
এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কভু না হবে লঙ্ঘন।
মাতার চরণধূলি মস্তকেতে লন তুলি,
"আশীর্ব্বাদ করি দোঁহে হউক কল্যাণ।
আজি রাজসিংহাসনে বসিয়াছ ফুল্লমনে
নিরখি জুড়াল মোর অতৃপ্ত পরাণ।'

ধ্রুবের রাজ্যপালন

সুচারুরূপেতে রাজ্য করেন পালন
ধ্রুবের রাজ্যেতে সুখে থাকে প্রজাগণ।
ক্রমে ক্রমে হয় তাঁর
দুই চারি সুকুমার ;
পুত্রের কোমল মুখ করি নিরীক্ষণ
ঈশ্বরে ভুলিয়া হন বিষয়ে মগন।

বিষয়বাসনারসে মজিয়াছে মন,
মায়ার পাশেতে তাঁর হয়েছে বন্ধন।
দিন আসে, দিন যায়,
মাস বর্ষ গত হয় ;
কিছুই তাঁহার আর নাহিক স্মরণ,
স্ত্রী পুত্র লইয়া সুখে কাটান জীবন।

সহসা চমকি হৃদি ভাঙ্গিল স্বপন,
আজিকে জাগিল তাঁর নিদ্রিত জীবন।
বহুকাল গত হ'ল
নাহি কিছু কর্ম্ম হ'ল,
জাগিল হৃদয়ে এবে সে প্রতিজ্ঞা পণ।
ভ্রাতৃঘাতকের আমি নাশিব জীবন।

সাজ, সাজ, যুদ্ধে সাজ, সাজ সৈন্যগণ!
পর্ব্বতপ্রদেশে আজি করিব গমন।
মদমত্ত হস্তী সম,
টলিতেছে মন মম ;
তাপিত হৃদয় মোর করিব শীতল,
এ আকাঙ্ক্ষা যেন দেব না হয় বিফল।

যক্ষের রাজত্বে আসি সিংহনাদ ক'রে,
ভূধর কন্দর আদি জাগান সবারে।
উত্তানপাদের হয়
ধ্রুব নামে এ তনয়,
যুদ্ধের মানসে আজি এসেছি এদেশে
যক্ষরাজসনে আমি যুদ্ধ অভিলাষে।

এস, এস, এস ওহে ক্ষত্রিয়নন্দন,
সম্মুখসমরে যক্ষ ভীত কভু নন।
বহুদিন হ'ল গত,
ক্ষত্রিয় বালকে হত
করেছিনু এই স্থানে, আজিকে তোমায়
পাঠাব শমনঘর জানিও নিশ্চয়।

হাসিয়া কহেন ধ্রুব, "শমনভবন,
কে কাহারে দেয় দেখ যক্ষের নন্দন?
প্রতিহিংসা নিবাইতে
এসেছি দুর্গম পথে,
বিলম্ব না সহে যুদ্ধ করহ সত্বর,
বৃথা বাক্য ব্যয় কেন কর নিরন্তর?"

বাজিল সমরবাদ্য মাতাইল মন,
দোঁহে মিলে যুদ্ধ হয় বাণ বরিষণ।
বাণে বাণ কেটে যায়,
কেহ নাহি পায় ভয়,
বর্ষিলেন অগ্নিবাণ যক্ষের নন্দন ,
বরুণ বাণেতে ধ্রুব কাটেন তখন।

মন্ত্র পড়ি ব্রহ্ম-অস্ত্র এড়েন ত্বরিতে
নিরখি যক্ষের হৃদি লাগিল কাঁপিতে।
বিদ্যুদ্‌বেগেতে বাণ
হইলেক ধাবমান ;
নিমেষমধ্যেতে হৃদি করি পরশন,
ব্রহ্ম অস্ত্রে যক্ষপুত্র হারাল জীবন।

পড়িল সমরে পুত্র, করি নিরীক্ষণ
উন্মত্তের ন্যায় রাজা কহেন তখন ;
এস এস পুত্রগণ,
সবে মিলি করি রণ,
বল, বুদ্ধি, সুকৌশল দেখায়ে তাহারে
বিনাশ করিব ধ্রুবে আজিকে সমরে।

বাজিল সমরবাদ্য মাতাইল মন।
বাণে বাণে অন্ধকার হইল তখন।
আসে যায় বাণ কত,
যক্ষপুত্র হয় হত,
ক্রোধান্বিত হয়ে যক্ষ কহেন তখন,
সৃষ্টি স্থিতি লয় আমি করিব এখন।

'সন্ সন্ মহা ঝড় উঠিল ত্বরিতে
ভূধর কন্দর আদি লাগিল কাঁপিতে।
পূঁজ, রক্ত, মল, মূত্র,
গো হাড় হ'য়ে একত্র,
মুষলধারার সম পড়ে অবিরত,
তথাপি যুঝিছে ধ্রুব নিরভয়চিত।

অকস্মাৎ অগ্নিগিরি ভাঙ্গিয়া পড়িল।
ঝলসি অগ্নির রাশি চৌদিকে ধাইল।
বিকট নিনাদ ক'রে
বন্য পশু ঘুরে, ফিরে,
বৃক্ষনীড় ছাড়ি ডাকে হায় পক্ষীগণ
যেন হুতাশন করে খাণ্ডব দাহন।

তথাপি ধ্রুবের যুদ্ধ কে রোধিতে পারে ?
ধনুকে টঙ্কার দিয়া যুঝে একাধারে।
যক্ষরাজ ভাবে মনে,
ধ্রুবকে বধি কেমনে ?
ক্রোধে আসি অস্ত্রাঘাত করে শিরোপরে
খান খান হয়ে অস্ত্র ভূমিতলে পড়ে।

সামান্য নহে ত ধ্রুব, কি করি উপায়
জলের প্রবাহে এবে করি মহালয়।
মায়ার কৌশলবলে
উত্তাল তরঙ্গ দুলে,
নিমেষমধ্যেতে আসি দিলা দরশন,
অগাধ জলধিতলে ডুবিল কানন।

অগাধ সলিলমধ্যে অটল হইয়া
পদ্মপত্রে থাকি যুদ্ধ করেন হাঁসিয়া।
মিষ্ট হেসে ধ্রুব কয়,
কাহারে দেখাও ভয় ?
ভৌতিক মায়ার বিদ্যা শিখে যক্ষরাজ
যুদ্ধস্থলে গর্ব্ব করা অনুচিত কাজ।

যক্ষরাজ, তব বিদ্যা হইয়াছে শেষ,
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ি এবে শ্রীগুরুআদেশ।
হৃষ্টমনে ধ্রুব যান
ধনুকে জুড়িতে বাণ ;
আসি পিতামহ কন, ওহে ধ্রুবধন,
ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, ক্ষত্রিয়নন্দন।

যক্ষরাজ হয় বৎস কুবেরতনয়,
উহাকে বধিলে তার বংশ লুপ্ত হয়।
বংশলোপ মহাপাপ,
পিতৃগণে পায় তাপ,
জল পিণ্ডোদক নাহি পাবে তপোধন,
অনুচিত কর্ম্ম কভু কোরো না এমন।

একজন তব ভ্রাতা করেছে নিধন,
সমগ্র যক্ষের প্রাণ নাশ কি কারণ ?
ক্ষমা করি যক্ষরাজে,
যাও এবে নিজ কাজে ;
ঋষিশ্রেষ্ঠ হও তুমি, ক্ষমা তব ধর্ম্ম
সাধিয়া আপন কাজ কর হিতকর্ম্ম।

বহু কাল রাজধর্ম্ম করিয়াছ ভবে
পুত্রকরে রাজ্য দিয়া স্বর্গে চল এবে ।
নিজ রাজ্যে যাও ফিরে,
যজ্ঞ করি স্মরি তাঁরে ;
সুবিখ্যাত ধ্রুবলোক হয়েছে নির্ম্মাণ,
উজ্জ্বল কররে এবে বসি সেই স্থান ।

পূর্ব্বকথা এবে তাঁর হইল স্মরণ
উদয় হইল মনে বিবেক তখন ।
পদধূলি লয়ে শিরে
পিতামহে কন ধীরে,
যক্ষহত্যা করে পাপ করেছি অপার,
যজ্ঞ করি এই পাপ নাশিব আমার ।

পিতা পিতৃব্যের আজ্ঞা করিনু পালন,
ক্ষমা করি নিজ রাজ্যে করিনু গমন ।
হস্তদ্বয় যোড় ক'রে
যক্ষরাজ কন ধীরে,
"বুদ্ধিভ্রমে কহিয়াছি বহু কটুবাণী
ক্ষমা কর নিজগুণে ঋষিচূড়ামণি ।"

ধ্রুবের নিজ রাজ্যে গমন ও যজ্ঞারম্ভ।

জয়, জয়, নাদ করে যুদ্ধ করি যান ফিরে

নিজরাজ্যে এবে ধ্রুব প্রফুল্লবদনে।

"জয়, মহারাজ, জয়' সব প্রজাগণ কয়

আনন্দের মহারোল উঠিল সঘনে॥

আসি মহারাজ কন, শুন পাত্র মিত্রগণ

ভুরি সদক্ষিণ যজ্ঞ প্রিয় যজ্ঞ হয়।

করিয়াছি পাপ কত যুদ্ধস্থলে করে হত

ভুরিস্রদক্ষিণ যজ্ঞে হবে পাপক্ষয়॥

দেবর্ষি মহর্ষিগণে বার্ত্তা দাও স্থানে স্থানে

মহামহারাজগণে কর নিমন্ত্রণ।

আমি দেবগণে স্মরি সবে যেন কৃপা করি

শূন্যমার্গে থাকি যজ্ঞ করেন দর্শন॥

আজিকার শুভদিনে সবে মেলি ফুল্লমনে

করুন আমার হৃদে আনন্দ বর্দ্ধন।"

ধ্যান করি ইস্টদেবে অভিপ্রায় কন তবে

শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম করেন দর্শন॥

যজ্ঞ হয় বিধিমতে ঋষিগণ হৃষ্টচিতে
ঘৃতাহুতি দেন মন্ত্র করি উচ্চারণ।
সোমরস পিয়ে কন আনন্দেতে দেবগণ
মঙ্গল হউক তব হউক কল্যাণ ॥"
যজ্ঞ হলে সমাপন করযোড়ে ধ্রুব কন,
"পদরেণু দাও সবে মস্তকে আমার।"
আনন্দেতে ঋষিগণ আশীর্ব্বাদ করি কন,
"মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ধ্রুব হউক তোমার ॥"
বহুবিধ রত্নধন করিছেন বিতরণ
তুষ্ট করি ঋষিগণে করান ভোজন।
আর যত রাজগণে প্রণমিয়া হৃষ্টমনে
রাজসিক দ্রব্যে সবে তুষেন তখন ॥
উত্তম, মধ্যম আর দীন, দুঃখী, সবাকার
মনস্কাম পূর্ণ ধ্রুব করেন যতনে।
ধন্য ধন্য সমস্বরে সব কহে একাধারে
পিতৃগণ আশীর্ব্বাদ করেন শ্রবণে ॥
আজিকার শুভদিনে হৃদয়ের পুত্রধনে
রাজত্বের গুরুভার করিনু অর্পণ।
ধর্ম্ম পথে মতি রেখ প্রজাপরে দৃষ্টি রেখ
রাজধর্ম্ম ক্ষত্রধর্ম্ম কররে পালন ॥

দেব, দেবী, গুরুজনে   স্নেহাশীষ কায়মনে
করুন পুত্রকে মোর, হউক কল্যাণ।
আশীষিয়া কন পুত্রে,   থাকিবে সংসারক্ষেত্রে
সতত হইয়া বৎস অতি সাবধান।
প্রণমি পিতার পায়   করযোড়ে পুত্র কয়,
"পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিব পালন।
ওহে দেব দয়াময়   যেন ধর্ম্মে মতি রয়
এ বাসনা মোর প্রভু কর হে পূরণ।
জরা দেহ সহিবার   ক্ষমতা নাহি আমার
কাটাই সংসারমায়া মায়ার বন্ধন।
ইষ্টদেবে হৃদে রাখি   সমাধি যোগেতে থাকি
ধীরে ধীরে এবে করি মৃত্যুকে বরণ।"

ধ্রুবের গোলোকে গমন।

নির্জ্জন উদ্যানে বসি ধ্রুব একমনে
মৃত্যুকে স্মরণ করি স্মরে নারায়ণে।
স্বর্গ হ'তে পুষ্পরথ আসে ধীরে ধীরে
উজ্জ্বল প্রভায় দিক আলোকিত করে।

দেবকন্যাগণে সবে করে মাল্য ল'য়ে
স্বর্গীয় সৌরভ কিবা দিছেন ছড়ায়ে।
দূর হ'তে ধ্রুবধনে নিরীক্ষণ করে
আগমনী গীত গান সুললিত স্বরে।
ধীরে ধীরে রথোপরি করি আরোহণ
সমাধিস্থ হ'য়ে তিনি রহেন তখন।
অপরূপ জ্যোতিঃ কিবা করেন ধারণ
স্বর্গ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি পড়িল তখন।
বিবিধ বাজনা বাজে সুমধুর স্বরে
সুসজ্জিত পুষ্পরথ উঠে ধীরে ধীরে।
করিছেন ধ্রুব আজি গোলোকে গমন
নরলোকে হেরে হয় আনন্দে মগন।
আত্মীয় স্বজনে আর পরিজনগণে
অশ্রুপাত করি হে'রে সতৃষ্ণনয়নে।
সত্যলোক পিতৃলোক দেবলোকে আর
সকলে কহেন হেরি একি চমৎকার।
নারায়ণ সমতুল্য জ্যোতিঃ যে ইহার
শ্রেষ্ঠ ভক্ত হ'য়েছেন ধ্রুব যে তাঁহার।
ইঁহার চরণ যিনি করেন দর্শন
জীবন্মুক্ত হ'য়ে করে বৈকুণ্ঠে গমন।

আহা কিবা বংশীধ্বনি পশিল শ্রবণে
প্রেমে মাতোয়ারা হ'য়ে আনন্দিতমনে।
কোনো দিকে লক্ষ্য নাই সেই পদ বিনা
বসিয়া থাকেন তিনি হ'য়ে একমনা।
প্রবেশ করিল রথ বৈকুণ্ঠ ভবনে
সম্মুখে হেলিয়া হেরি লক্ষ্মীনারায়ণে।
ভক্তিগদগদস্বরে কন যোড় করে
বেদবাক্যে স্তুতিপাঠ সুমধুরস্বরে।

ধ্রুবের প্রতি নারায়ণের উক্তি।

সমভাবে স্তব করি তুষ বার বার
ভক্তমধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি ধ্রুব রে আমার।
করে ধ'রে কোলে ল'য়ে হৃদয়ে ধরিয়া
তোমা তরে ধ্রুবলোক রেখেছি সৃজিয়া।
ধ্রুবজ্যোতিঃ হ'য়ে তুমি থাক মোর পাশে।
ত্রিপাদে উদিবে তুমি নির্ম্মল আকাশে।
থাকিবে আমার সহ জীবের অন্তরে
তোমা মধ্যে থাকি দেখা দিব হে সবারে
তোমা সম ভক্তি যদি কেহ দিতে পারে

হেরিবে অন্তরে সেই তোমাতে আমারে।
ধ্রুবলোক শোভাকর ফুটে ধ্রুবজ্যোতিঃ
দেব দেবী যোগী ঋষি সবে দিবা রাতি।
সুযশ গাহিবে তব অদ্ভুত শকতি
সরল হৃদয়ে কিবা সাত্ত্বিক ভকতি।
শিক্ষা দিলে ধ্রুব তুমি সবার অন্তরে
মম অঙ্গে লিপ্ত করে রাখিনু তোমারে।

ধ্রুবলোকস্থিতি।

বাজিল কি পাঞ্চজন্য সুমধুর স্বরে,
অপূর্ব্ব ডমরু বাজে ভোলানাথ করে।
চতুর্ম্মুখে চতুর্ব্বেদ গান পদ্মযোনী,
চমক ভাঙ্গিয়া গেল দেবগণে শুনি।
নিজ নিজ যন্ত্র সবে করেতে লইয়া,
সকলে করেন নৃত্য আনন্দে মাতিয়া।
বম্ বম্ মহাশব্দে কাঁপে স্বর্গধাম,
নীলকণ্ঠ গান কিবা হরিগুণ গান।
পুলকে হেরেন গঙ্গা থাকি হরশিরে,
জটা ভেদি পূত বারি বহে ধীরে ধীরে।

রবি, শশী, গ্রহ, তারা, জ্যোতিষ্কের গণ,
রয়েছেন ধ্রুবলোক করিয়া বেষ্টন।
ধর্ম্ম, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, কশ্যপ, সপ্তর্ষি,
প্রদক্ষিণ করিছেন সকলেতে আসি।
মঙ্গল আরতি হয় বাজিছে বাজনা,
সুমধুর গীত গান যত দেবাঙ্গনা।
উদিলেন ধ্রুব তারা নির্ম্মল অম্বরে,
নর নারী হেরে সবে ভাসে প্রেমনীরে।

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

শোকোচ্ছ্বাস।

নিদারুণ বাণী শুনি কাঁদিছে পরাণ
ভ্রাতা ভগ্নীগণ মিলি হারাইনু জ্ঞান।
রাতুল চরণ স্মরি
ঝরিছে নয়ন বারি,
মানসে চরণ ধৌত করিনু তাহার
প্রেমাঞ্জলি দিনু পায় হে দেব তোমার।

চন্দনচর্চ্চিত বপু নিরখি তখন
রুদ্রাক্ষের মালা অঙ্গে গৈরিক বসন।
গলদেশে দুলে মালা
যেন দিগম্বর ভোলা,
রজত গিরির পরে বসি যোগাসনে
সন্তানে অভয় দেন প্রসন্নবদনে।

অভয় চরণতলে শরণ লইয়া
সংসারসমুদ্র মাঝে রহিনু ভাসিয়া।
ভবের কাণ্ডারী হরি
পার কর ভবতরী ;
জীবনতরণীখানি চলিছে ভাসিয়া
ধর হাল, তুল পাল, মাঝিটী হইয়া।

লহ লহ লহ দেব এই অর্ঘ্য তুমি
হৃদয়ের প্রেমভক্তি হে হৃদয়স্বামী।
দাও ধর্ম্ম, দাও জ্ঞান,
প্রেমভক্তিভরা প্রাণ ;
তোমার সন্তানগণে শোকাতুরপ্রাণে
শান্তিজলে সিক্ত কর স্নেহাশীষ দানে

হে মহাপুরুষ, মোরা চিনিতে না পারি
তব বাক্য মহাবাণী সদা যেন স্মরি।
ক্ষম অপরাধ প্রভু
সন্তানের প্রতি বিভু ;
অনাদি অনন্ত দেব, অনাথের নাথ
কোটী কোটী তব পদে করি প্রণিপাত।

গুরুদেব ত্রিসন্ধ্যায় করি নমস্কার
সম্মুখে পশ্চাতে মোরা নমি বার বার।
ইষ্টদেবে হৃদে রাখি
সমাধি যোগেতে থাকি,
জীবনের লীলা খেলা করি সমাপন
অন্তিমে হেরিতে যেন পাই শ্রীচরণ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধির ধরণ।
৬	১৬শ	এসেছি
৭	৩য়	এসেছি
৭	৪র্থ	ভাবি
১১	১৭শ	যমুনা
১৪	৩য়	জ্যোতিঃ
১৫	৯ম	নিঃশ্বাস
১৯	১৮শ	পূরাও
২১	৫ম	বিজলী
৩১	৮ম	পূরাও
৪০	৯ম	রাজচ্ছত্র
৪২	১৭শ	তূরি
৪৩	১২শ	দূর্ব্বা
৪৭	১৬শ	বৃথা, ব্যথা
৪৮	১৭শ	শূন্যময়
৫৯	৮ম	পুত্র
৬৬	২য়	শুশ্রূষা
৬৮	৯ম	রাজচ্ছত্র
৭০	৫ম	সঙ্কীর্ণ
৭০	১৫শ	ব্রহ্মের জ্যোতিতে
৭৫	১১শ	মুষল
	১৭শ	পক্ষিগণ